স্ট্যাচু অব ইউনিটি— অজয় মজুমদার
দ্বিতীয় পাতায়...
অরোরা থিয়েটার ও তারাসুন্দরী— **নির্মল বিশ্বাস**
দ্বিতীয় পাতায়...
মরণোত্তর চক্ষুদাতা প্রয়াত গৌর ঘোষের স্মরণসভা
তৃতীয় পাতায়...
প্রাক্তণ সৈনিকদের উদ্যোগে চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত
চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 7 ❑ Issue 04 ❑ 13 Apr., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

পুরনোতেই আস্থা তৃণমূলের

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা কমিটিতে নাম শংকর আঢ্যের

প্রতিনিধি, বনগাঁ : উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁর রাজনীতিতে দীর্ঘ দিন পর ফের নতুন দায়িত্বে শংকর আঢ্য। বৃহস্পতিবার বিকেলে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে নতুন ভাবে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা কমিটি ঘোষণা করে তৃণমূল। আর সেখানেই বনগাঁ জেলা কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জায়গা পেয়েছেন বনগাঁ শহর প্রাক্তণ তৃণমূল সভাপতি শংকর আঢ্য।

এদিন নতুন জেলা নেতৃত্বের নাম ঘোষণা করেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান শ্যামল রায়।

বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, "দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন পুরনোদের প্রাধান্য দিয়ে এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটাসহ বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সব বিধানসভাকে প্রাধান্য দিয়েই এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ব্লক কমিটি ঘোষণা করা হবে।"

প্রসঙ্গত তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৈরি হওয়ার পর কয়েক বছর কেটে গেলেও পূর্ণাঙ্গ কমিটি এতদিন ছিল না। এ বছরই পূর্ণ জেলা কমিটি ঘোষণা করা হলো।

বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন পুরনোদের প্রাধান্য দিয়ে এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। বনগাঁ বাগদা গাইঘাটা সহ বনগাঁ সংগঠনিক জেলার সব বিধানসভাকে প্রাধান্য দিয়েই এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে পরবর্তীতে ব্লক কমিটি

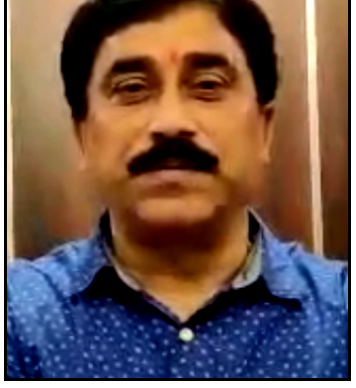

ঘোষণা করা হবে।

শংকর আঢ্যকে দল বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে এবং শহর সভাপতির পর থেকে সরিয়ে দিয়েছিল দল। দীর্ঘদিন পদের বাইরে থাকার পর ফের এবার নতুন কমিটিতে জায়গা পেল বনগাঁ শহরের প্রাক্তণ সভাপতি তথা বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তণ চেয়ারম্যান শংকর আঢ্য। তার পাশাপাশি বেশ কয়েকজনকে এই নতুন কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে। তাকে নতুন করে কমিটিতে নেওয়ার প্রশ্নে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, "শংকর আঢ্য তৃণমূল এই ছিল দল তাকে মনে করেছে, তাই আবার দায়িত্ব দিয়েছে।"

উল্লেখ্য শংকর আঢ্যকে দল চেয়ারম্যানের পদ থেকে এবং শহর সভাপতির পর থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। তাকে নতুন করে কমিটিতে নেওয়ার প্রশ্নে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, শংকর আঢ্য তৃণমূলেই ছিল, দল তাকে মনে করেছে তাই আবার দায়িত্ব দিয়েছেন। অন্যদিকে, শংকর বাবু বলেন, আমি তৃণমূলের সৈনিক। দল আমাকে যে দায়িত্ব দেবে সেই দায়িত্বই পালন করব।

তৃণমূলের কমিটি ঘোষণার বিষয়কে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি রাম পদদাস বলেন, "যাদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে আগে সরিয়ে দিয়েছিল সামনে পঞ্চায়েত ভোট তাই রিগিং, সন্ত্রাস করবার জন্য তাদেরকে আবার দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। নতুন কমিটি করে কোন লাভ হবে না এতে বিজেপির কিছু আসে যায় না। বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, "তৃণমূল চোরেদের দল কোন চোরকে সরিয়ে কোন চোরকে আনলো তা নিয়ে বিজেপির মাথাব্যথা নেই।

তৃণমূলকে খাটে করে ফেরত পাঠানোর হুমকি বিজেপি নেতার, কটাক্ষ তৃণমূল

প্রতিনিধি ঃ পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের লোকজন যদি ভোট লুট করতে আসে এবার তাদের খাটে করে ফেরত পাঠানো হবে বলে হুমকি দিলেন বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি পথসভায় যোগ দিতে গাইঘাটার পাঁচপোতায় এসেছিলেন। রাজু বাবু ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামপদ দাস ও বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার।

রাজু বাবু তার বক্তৃতায় বলেন, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের গুন্ডারা ভোট লুট করেছিল। মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেয়নি। এরপরই তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এবার ভোটে তৃণমূলের গুন্ডারা কান খুলে শুনে রাখুন। হেঁটে বুথে আসলেও খাটে করে ফেরত পাঠাবো। কোন দাদা, বাবা বাঁচাতে পারবে না। মহিলাদের তিনি ঠাকুরের অস্ত্র তুলে নেওয়ারও আবেদন জানান।

বিজেপি নেতার এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, "পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির ভরাডুবি হবে। সব আসনে ওরা প্রার্থী দিতে পারবে না। এটা বুঝতে পেরে হিংসা ছড়ানোর জন্য অশ্লীল কথা বলছেন বিজেপি নেতারা। এতে কোন কাজ হবে না।"

পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পেও হল না রাস্তা, হতাশ এলেকাবাসী আন্দোলনে

নীরেশ ভৌমিক ঃ পাঁচ বছর আগে থেকেই গ্রামের মানুষজন শুনে আসছিলেন এলেকার এই প্রাচীন রাস্তাটি এবারে পাকা হবে। চাঁদপাড়া - ঠাকুরনগরগামী পাকা সড়ক থেকে বেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে ঢাকুরিয়া বয়েজ হাই স্কুল আর বাম হাতে ঢাকুরিয়া ভারতী বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেশন দোকান একটু এগিয়ে ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি পোষ্ট অফিস, ঢাকুরিয়া পল্লীবান্ধব সমাজ মিলন কেন্দ্র ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার হয়ে একদিকে নহাটা রোড আর অন্যদিকে ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি মন্দির ও চাঁদাপাড়া ষ্টেশন পার্শ্বস্থ ১নং রেলগেট অবধি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবৎ বেহাল হয়ে রয়েছে। বাম আমলের মাঝামাঝি রাস্তাটিতে ঝামা ব্যডম দেওয়া হয়। তারপর সুদীর্ঘ বছর পঁচিশ যাবৎ এই রাস্তায় কোন কাজ হয় নি। বর্তমানে ঝামা ইটের রাস্তা এমন অবস্থায় এসে, ঠেকেছে ছোট- ছোট ছাত্রছাত্রী সহ পাড়ার মানুষজনের এই রাস্তায় চলাচল দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। মাঝে- মধ্যেই ছোট - খাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। আহত হচ্ছেন মানুষজন। বেহাল রাস্তার কারনে এলেকার মানুষজন ঘুর পথে বাজার বা ষ্টেশনে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। পাড়ার ভিতর দিয়ে ঢাকুরিয়া হাই স্কুলে যাবার ইটের রাস্তাটি ও দীর্ঘদিন যাবৎ বেহাল হয়ে রয়েছে বলে গ্রামবাসী পরিমল দাস অভিযোগ করেন।

গ্রামের মানুষজন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিদের নিকট রাস্তাটি পাকা করার আবেদন ও দাবি জানান। গ্রামবাসী বিনয় মজুমদার জানান, ৪ বৎসর আগে এখানকার জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায় জানান, জেলা পরিষদের স্কিমে এই রাস্তাটি দেওয়া হয়েছে। চাঁদপাড়া ষ্টেশন সংলগ্ন রেলবাজার হয়ে পাড়ার ভিতর দিয়ে ভারতী বিদ্যাপীঠ স্কুল হয়ে চাঁদপাড়া

তৃতীয় পাতায়...

স্মার্ট ক্লাস রুমের দাবি

পথ অবরোধ, বিক্ষোভ অভিভাবকদের

প্রতিনিধি ঃ স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম চালুর জন্য টাকা দিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক। অভিযোগ, তৃণমূলের চাপে সেই ক্লাসরুম এখন বিশ বাঁও জলে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্কুলের অভিভাবকেরা। ঘটনাটি বনগাঁ ব্লকের বেলতা প্রাথমিক স্কুলে। স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম চালুর দাবিতে বুধবার দুপুরে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকেরা। তীব্র রোদ্দুর উপেক্ষা করে

মাথায় ছাতা দিয়ে তারা রাস্তায় বসে পড়েন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বিজেপি বিধায়ক টাকা দিয়েছেন বলেই স্কুলের স্মার্ট ক্লাসরুম চালু করা হচ্ছে না। তৃণমূলের চাপের জন্যই সরে এসেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। আমাদের দাবি ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্মার্ট ক্লাসরুম দ্রুত চালু করতে হবে। এলাকাটি বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। বিধায়ক বিজেপির স্বপন মজুমদার। স্বপন বাবু বলেন 'স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম চালুর জন্য আমার কাছে টাকা চেয়ে আবেদন করেছিল। আমি বিধায়ক তহবিল থেকে দু'লক্ষ টাকাও দিয়েছিলাম। কিন্তু ওই ক্লাসরুম চালু হলে বিজেপি বিধায়কের সুনাম হবে। সে কারণে তৃণমূলের চাপে স্মার্ট ক্লাসরুম চালু করতে দেওয়া হচ্ছে না। অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূল নেতা নিশীত বালা বলেন, 'বেলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসরুম চালুর বিষয়টি আমরা জানতাম না। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাও আমাদের কিছু জানান নেই। বিধায়ক যখন টাকা দিয়েছেন নিশ্চয়ই স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে টাকা দিয়েছেন। কেন হচ্ছে না সেটা স্কুল কর্তৃপক্ষই বলতে পারবেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নমিতা দাস রায় বলেন, 'বিধায়কের কাছে আবেদন করেছিলাম। তিনি টাকাও দিয়েছিলেন। কিন্তু স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম চালুর মতন কোন পরিকাঠামো নেই। প্রশিক্ষিত শিক্ষকও নেই। সে কারণেই চালু করা যাচ্ছে না। প্রশিক্ষিত শিক্ষক পেলেই আমরা স্মার্ট ক্লাসরুম চালু করব।"

অটো ও বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১, গুরুতর আহত ৩

প্রতিনিধি ঃ অটো ও বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হলো।

সোমবার বিকেলে বাগদা থানার বনগাঁ বাগদা সড়কের বাগদা থানার হেলেঞ্চা ৫ নং কলোনির কলাবাগান এলাকায় অটো ও বিদ্যুৎ দপ্তরে গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় চার জনকে বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে সুশীল সরকার নামে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধকে মৃত বলে ঘোষণা করে ডাক্তারেরা। তিনজন গুরুতর আহত অবস্থায় গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

আহত নমিতা বৈদ্য জানিয়েছেন, হেলেঞ্চার দিক থেকে বাগদার দিকে অটোতে করে আসবার সময় বাগদার দিক থেকে হেলেঞ্চাগামী বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি তাদের অটোতে সরাসরি আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই উল্টে যায় অটো।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ০৪ ❐ ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

বন্ধ হোক র‍্যাগিংয়ের নিষ্ঠুরতা

র‍্যাগিং আসলে দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার। ইনস্টিটিউটে হোক আর অন্য কোনখানে হোক, প্রথমে কোপটা পড়ে নবাগতের উপর। এই অত্যাচার হয় নানা ধরনের। কাউকে শীতের রাতে খালি গায়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হয়, কাউকে হাজার পাওয়ারের আলোর সামনে সারারাত দাঁড় করিয়ে রাখে। কখনো বেসিনে বা কমোডে মুখ গুঁজে দিয়ে জলের কল খুলে দিয়েছে বা ফ্লাস টেনে দিয়েছে। কাউকে অশ্লীল শব্দ বলাতে বাধ্য করা হয়েছে। আবার কাউকে কার্ণিসের উপর দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করেছে।

ওই একটা দিনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই সে নাকি সহপাঠী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। অনেকে এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার ভয়ে পঠন-পাঠন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। কেউ কেউ আহত হয়েছে, হাসপাতালে গিয়েছে। এমনকি অত্যাচারের বলিও হয়েছে কেউ কেউ। এ নিয়ে অনেকে বাকবিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরেই তা থিতিয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে কোনও জনরোধ নেই। নেই অপরাধীদের কোনও প্রশাসনিক শাস্তিদানের দৃষ্টান্তমূলক নজির।

কিছু বিকৃত বিলাসী ছাত্র আর বহিরাগত দুর্বৃত্তের সমর্থনে এই বর্বরোচিত মানসিকতা লালিত হয়। অধিকাংশ ছাত্র বা মানুষ র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে। মানুষের মন থেকে আজও এই বিকৃত প্রবৃত্তি একেবারে নিঃশেষ হয়নি। হয়তো যায় না, সভ্য মানুষের মনের গভীরে তা ঘুমিয়ে থাকে। সময় সুযোগে আবার তা জেগে ওঠে। র‍্যাগিং সেই নিষ্ঠুর প্রবৃত্তিরই অনুকরণ। মধ্যযুগীয় গোপন সমাজপ্রথার আধুনিক রূপান্তর। সময় সময় নিষ্ঠুরতায় মানুষ শিউরে ওঠে। সংবেদনশীল সর্বস্তরের মানুষ এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকায় মুখর হওয়া দরকার। সকলের সহযোগিতায় চিরতরে বন্ধ হওয়া দরকার এই উৎকট উল্লাস। স্তব্ধ হোক এই অবাঞ্ছিত নিগ্রহের বিলাস।

অরোরা থিয়েটার ও তারাসুন্দরী

নির্মল বিশ্বাস

'এই থিয়েটারে যতগুলি নাটক অভিনীত হয়েছিল তন্মধ্যে একমাত্র 'রিজিয়া'-ই উল্লেখযোগ্য আর বাংলা রঙ্গমঞ্চের গৌরবস্পদা অভিনেত্রী শ্রীমতি তারাসুন্দরী যশো মুকুট অতিশয় সাফল্যের যতগুলি রত্ন আছে, এই রিজিয়ার ভূমিকায় অভিনয় নৈপুণ্য তন্মধ্যে মধ্যমণি স্বরূপ।' এই মন্তব্যটি করেছিলেন শ্রদ্ধেয় লেখক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর রচিত 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর' গ্রন্থে। লেখক এখানে 'এই থিয়েটার' বলতে 'অরোরা' থিয়েটারকে বলেছেন। ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। একদিন 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর বাড়িতেই গড়ে উঠেছিল 'অরোরা থিয়েটার'। কলকাতার ৯ নম্বর বিডন স্ট্রিটের 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর তখন ছিল খুবই তার রমরমা। ১৯০১ সালে এপ্রিল মাসে হঠাৎ-ই একদিন বন্ধ হয়ে গেল 'বেঙ্গল থিয়েটার'। ইতিমধ্যে চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এরপরেই শুরু হয়ে গেল এক নতুন অধ্যায়। সময়টা ছিল ১৯০১ সালের এপ্রিল মাস। আবার সেই বাড়িটি লিজ নিয়ে শুভপ্রসন্ন মৈত্র সেখানেই নতুন করে গড়ে তোলেন 'অরোরা থিয়েটার'। এই থিয়েটারে প্রথম ম্যানেজার হয়ে আসেন সে সময়কার একজন মঞ্চসফল সু-অভিনেতা নীলমাধব চক্রবর্তী। তবে এই থিয়েটারে শুরু থেকে তারাসুন্দরী অভিনেত্রী হিসাবে যুক্ত হননি। তবে প্রথম থেকেই যারা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয় চক্রবর্তী, আর মেয়েদের মধ্যে ছিলেন কুসুম প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।

'অরোরা থিয়েটার'-এর শুভ উদ্বোধন হয়েছিল ১৯০১ সালের ১৭ আগস্ট। ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-এর 'দক্ষিণা' নাটকটি দিয়ে শুরু হয়েছিল। সেদিন যাঁরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন— শরৎচন্দ্র (ভৈরব), কুসুম (সুষমা), হরিমতী (সুষমা) প্রমুখরা। তবে প্রথম দিনের "দক্ষিণা" নাটকের অভিনয় দর্শক মনে দক্ষিণা বাতাস বয়ে আনতে পারেনি। বাধ্য হয়ে পরের দিন অর্থাৎ ১৮ আগস্ট এই নাটক পরিবর্তন করে এই 'অরোরা থিয়েটার'-এ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নতুন গীতিনাট্য 'জুলিয়া' এবং অমৃতলাল বসু-র জনপ্রিয় প্রহসন 'কৃপণের ধন' অভিনীত হয়। এরপর একে একে অভিনীত হতে থাকে— গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল', 'হীরার ফুল'-এর মতো আরও কিছু নাটক। অমৃতলাল বসুর 'স্বাক্ষর ব্যাপার' এবং ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'সরলা' অভিনীত হয়। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসকে অতুলকৃষ্ণ মিত্র-

এর নাট্যরূপ দিয়েই 'দেবী চৌধুরাণী' অভিনীত হয় ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই নাটকে 'ভবানী পাঠক'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রখ্যাত নট নীলমাধব চক্রবর্তী, 'ব্রজেশ্বর' চরিত্রে অভিনয় করেন প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এবং 'প্রফুল্ল' চরিত্র গোপালসুন্দরী (গোপাল উড়ে নামে খ্যত) অভিনয় করেন। সেদিন 'দেবী চৌধুরাণী' নাটকটি অভিনয়ের মাধ্যমে "অরোরা থিয়েটার"-কে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। মাত্র সাড়ে চার মাসের মধ্যেই "অরোরা থিয়েটার" রঙ্গমঞ্চের জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

চলবে...

নাবিক নাট্যম ও বাস্তবধর্মী প্রযোজনা 'লাঠি'

— কলমে সঞ্জিত সাহা

সম্প্রতি গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের এ বছরের প্রযোজনা লাঠি নাটকটি দেখলাম। নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় এর এক অসাধারণ সৃষ্টি এই লাঠি নাটকটি। যা আজও বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। উচ্চবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক তা এই নাটকে বিদ্যমান। নাটকের প্রতিটি চরিত্র বাস্তবতার মোড়কে মিলেমিশে এক অন্য মাত্রা পয়েছে। সমাজের এই শ্রেণী বিন্যাস কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটা গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের এই নাটকে পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠেছে।

নতুন প্রজন্মের নির্দেশক জীবন অধিকারীর নির্দেশনায় নাটকটি এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। বর্তমান সময়ে তার মতো নির্দেশকের জুড়ি মেলা ভার। তার এই সৃষ্টি বাংলা থিয়েটার জগতে প্রশংসার দাবি রাখে।

নাটকের প্রতিটি চরিত্র জীবন অধিকারীর নির্দেশনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, হরিপ্রসাদ এবং অন্নদার চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রদীপ কুমার সাহা ও শ্রাবণী সাহা, তাদের সাবলীল অভিনয় দর্শকের মন ছুঁয়ে গেছে। তাদের মতো বলিষ্ঠ অভিনেতা, অভিনেত্রীর অভিনয় দর্শকদের বহু দিন মনে থাকবে। রতন ও নীলুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অবিন দত্ত ও সুপর্ণা সাঁধুখা, তাদের অভিনয় বেশ বলিষ্ঠ। মিস্টার ঘোষ ও লুসি দত্তের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল কুমার মুখার্জি ও আল্পনা সরকার। তারা তাদের অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে দর্শকের মন জয় করেছেন। তাদের অভিনয় কৌশল অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

এই নাটকে আলোর ব্যবহার ও আবহ সঙ্গীতের ব্যবহার বেশ দক্ষতার সাথে করা হয়েছে, যার দায়িত্বে ছিলেন আশীষ দাস এবং আস্তিক মজুমদার, মঞ্চসজ্জার ভাবনাও ছিল উল্লেখ্যযোগ্য। সে ক্ষেত্রে অবিন দত্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

সর্বোপরি জীবন অধিকারীর ভাবনা ও নির্দেশনায় এবং নবিক নাট্যমের কলাকুশলীদের অভিনয় দক্ষতায় মোহিত চট্টোপাধ্যায় এর লাঠি নাটকটি যথার্থ সার্থকতা লাভ করেছে। নাবিক নাট্যমের এই প্রয়াস বাংলা থিয়েটার দর্শকমহল অনেক দিন মনে রাখবে।

সাড়ম্বরে ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১২ এপ্রিল ছিল দেশের অন্যতম রাষ্ট্রায়ও ব্যাঙ্ক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবস। ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা যায়, ব্রিটিশ রাজত্বে ১৮৯৫ সালের ১২ এপ্রিল তারিখেই ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠালাভ করে। সারা দেশের সাথে এদিন ব্যাঙ্কের চাঁদপাড়া শাখাতেও দিনটি মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়। ব্যাঙ্কের (PNB) ১২৮ তম জন্মদিন উপলক্ষে ব্যাঙ্কের সামনে সুসজ্জিত তোরণ ও ব্যাঙ্কের অঙ্কনে নানা রঙের বেলুন ও ফুল - মালায় ব্যাঙ্কভবন সাজানো হয়। এদিন ব্যাঙ্কে আগত সকল গ্রাহকবৃন্দকে স্বাগত জানান আধিকারীক ও কর্মীগণ, সকলের হাতে লাড্ডু ও চকোলেট তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও জানানো হয়। এদিন ব্যাঙ্কে আসা মানুষজন ব্যাঙ্কের কর্মীদের আচরনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয় (UBI) পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সাথে মিশে যাওয়ায় এই জেলায় পি এন বি'র শাখা সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

স্ট্যাচু অব ইউনিটি

অজয় মজুমদার

বহু শতাব্দী ধরে মানুষ ভ্রমণ করে আসছে। সত্যিই ভ্রমণ মনকে প্রশস্ত করে। আমরা সুখ কিনতে পারবো না। তবে ভ্রমণের জন্য রেল বা বিমানের টিকিট কিনতে পারবো। সেটাই কিন্তু সুখ কেনার মত। ভ্রমণের সময় ক্লান্তি আসে না কারণ আমরা দেহ-মনে মসগুল হয়ে থাকি। ভ্রমণ মানুষকে জীবন যাপন শেখায়। অভিজ্ঞতা তৈরি করতে গেলে ভ্রমণের প্রয়োজন। অর্থের থেকে সাহসই ভ্রমণের ক্ষেত্রে একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ভ্রমণ জীবনের একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভ্রমণ করলে ভয়ের সীমা সংকুচিত করে এবং চিন্তার পরিধি বাড়ায়। অভিজ্ঞতা গল্প তৈরি করে। রোমাঞ্চের জন্য ভ্রমন করা প্রয়োজন। স্থাপত্যের জন্য ভ্রমণ করা। হারিয়ে যাবার জন্য ভ্রমণ করা। ভ্রমণে গিয়ে যে স্মৃতি তৈরি হয়, সেই স্মৃতিগুলি সারা জীবন আমাদের সঙ্গে থাকে।

ডাক্তার হারুন সাহারুনের পারিবারিক ট্যুর এবং ট্রাভেল এবার গুজরাট ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য সেই প্রস্তাবটা আমিই দিয়েছিলাম। সেই প্রস্তাবকে মান্যতা দিয়ে তৈরী হল গুজরাট ভ্রমণের পরিকল্পনা। ১০ই অক্টোবর ২০২২ হাওড়া থেকে গরবা এক্সপ্রেস (১২৯৩৮) ছাড়লো রাত এগারোটায়। ১২ই অক্টোবর ২০২২ সকাল দশটায় ছায়াপুরি বা ভাদোদরা স্টেশনে পৌঁছায়। তিন ঘন্টা ট্রেন লেট ছিল। ছায়াপুরীতে একটি এসি বাস এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের নেবার জন্য। লাগেজ তুলে আমরা বাসে করে হোটেল নাইস এ পৌঁছালাম। ঠিকানা- সাহাজিগঞ্জ, ভাদোদরা। দুদিনের ট্রেন জার্নির পর স্নান খাওয়া সেরে আমরা আবার বাসে উঠলাম স্ট্যাচু অফ ইউনিটি দেখতে। ভাদোদরা বা বরোদা থেকে দূরত্ব ৯০.২ কিলোমিটার, সময় লাগে দু'ঘণ্টার মতো। এটি বিশ্বের উচ্চতম মূর্তি। উদ্বোধনের পর থেকেই রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা বল্লভ ভাই প্যাটেলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে নির্মিত শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য। ১৮২মিটার (৫৯৭ ফুট) লম্বা। এই ভাস্কর্য বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভাস্কর্য। ষাট তলা ভবনের সমান উঁচু। প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় তিন হাজার এক কোটি টাকা। কাজটি শুরু হয় ২০১৩ সালের ৩১ শে অক্টোবর এবং শেষ হয় ২০১৮ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি। নির্মাণ করে লারসেন এন্ড টুব্রো প্রা:লি:। ২০১৮ সালে ৩১ শে অক্টোবর বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৪৩ তম জন্মবার্ষিকীতে মূর্তির উদ্বোধন করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এটি ভারতের গুজরাট রাজ্যের সাদুবেট আইল্যান্ডে নর্মাদা নদীর পাশে অবস্থিত। ভাস্কর্যটি ২০,০০০ বর্গমিটারেরও বেশি জায়গা জুড়ে অবস্থিত। ১২ বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্র বিশিষ্ট একটি কৃত্রিম হ্রদ দ্বারা পরিবেশিত ও ভাস্কর্যটি তিন স্তর বিশিষ্ট কাঠামো। ভেতরের স্তরে ১২৭ মিটার দুটি উঁচু টাওয়ার আছে। যা ভাস্কর্যের বুক পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় স্তরটি স্টিলের কাঠামো। এবং ভাস্কর্যের তৃতীয় স্তরটি বা উপরের স্তরটি ব্রোঞ্জ দিয়ে মোড়ানো। দর্শনের জন্য দুটি লিফট আছে। প্রতি লিফটে ২৬ জন করে যেতে পারবেন। উচ্চতার দিক থেকে এর আগে সর্বোচ্চ প্রতিমূর্তির রেকর্ড ছিল চীনের। বুদ্ধের বসন্ত মন্দির নামের মূর্তির উচ্চতা ১৫৩ মিটার। সে রেকর্ড ভেঙে— ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিল।

স্ট্যাচুর পাদদেশে আছে ভ্রমণকারীদের জন্য হাঁটার পথ, ফুট কোর্ট, বড় বাজার, ও অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা। স্ট্যাচুর অদূরে থ্রি স্টার হোটেল- ৫২টি কক্ষ বিশিষ্ট। ২৬৪ টি আসনের ক্যাফেটোরিয়া ও একটি গিফট সপ আছে। এছাড়াও ৮০০ টি গাড়ি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা আছে।

ভাদোদরা থেকে ৯০ কিলোমিটার ফোর লেনের রাস্তা নির্মিত হয়েছে। পর্যটকেরা আকাশ পথে বা রেলপথে ভাদোদরা পৌঁছে যেতে পারবেন।

আমাদের বাস নামিয়ে দিল ঐক্যের মূর্তি প্রাঙ্গনে। ওখানকার নিজস্ব বাসে আমাদের নিয়ে গেল মূর্তির কাছে। হোটেল থেকে টিকিট কিনেছিলাম ৪১০ টাকা করে। প্রাঙ্গনে টিকিটের দাম জনপ্রতি ৩৮০ টাকা।

সন্ধ্যায় আবার সবাই বাসে এসে বসলাম ও আমরা ফিরব বরোদায় হোটেল নাইস এ। আমাদের রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল হোটেল স্টারে। এটি নাইস হোটেলের কাছেই। আমাদের এখন একটাই পরিবার। সবাই সবার আত্মীয়। হাসি-ঠাট্টা, গল্প, বাথরুম সং চলছে। ছোটরাও একেবারে মিশে গেছে সবার সঙ্গে। আমাদের চোখের মনি ছোট্ট আট বছরের সানু। বাসের সব সিটই ওর। বরোদা হলো ভারতের গুজরাটের ভাদোদরা শহরের আরেকটি নাম। এটি গুজরাট রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। রাজ্যে, রাজধানী গান্ধীনগর থেকে ১৪১ কিলোমিটার দূরে বিশ্বামিত্রীর নদীর তীরে অবস্থিত। রেললাইন ও ন্যাশনাল হাইওয়ে— যা দিল্লী, মুম্বাইয়ের সঙ্গে যুক্ত করে। শহরটি নাম আছে বন্যার প্রাচুর্যের জন্য। শহরটি লক্ষ্মী- বিলাস প্রাসাদের মতো ল্যান্ডমার্কের জন্য, যেটি বরোদা রাজ্যের উপর শাসনকারী মারাঠা রাজকীয় গাইকোয়ার্ড রাজবংশের বাসস্থান হিসেবে ছিল। শহরটি বৃহৎ শিল্প কেন্দ্র, যেমন ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড, ওএনজিসি, গেইল ছাড়াও ৮০০টি আনুষঙ্গিক সংস্থাগুলির পাওয়ার সেক্টরেব সরঞ্জাম উৎপাদন করে। এ ছাড়াও শহরটি ভারতের প্রধান আই টি হাব হয়ে উঠেছে।

চাঁদপাড়ার বি,এম,পল্লী যুব শক্তি ক্লাবের রক্তদান, চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গ্রীষ্মের দিনের রক্তের সংকট দূর করতে বিগত বছরের মতো

এবারও গত ৮ তারিখ এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে চাঁদপাড়া বি,এম, পল্লীর যুব শক্তি সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। এদিন মধ্যাহ্নে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বনগাঁ দক্ষিণ প্রাক্তণ বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস, সহ সভাপতি ইলা বাক্চি, প্রাক্তণ সদস্য আশুতোষ সরকার, স্থানীয় ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুভাষ ঘোষ, সদস্য দুলাল মিত্র, সমাজকর্মী উত্তম মণ্ডল, তাপস চৌধুরী এবং শিক্ষক ও সমাজ সেবি শ্যামল বিশ্বাস প্রমুখ, উদ্যেক্তারা সকলকে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন।

বিশিষ্টজনেরা সকলে চক্ষুপরীক্ষা শিবির এবং গ্রীষ্ম কালীন রক্তের অভাব ঘোচাতে যুব শক্তির সদস্যদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং সেই সঙ্গে সাধারন মানুষের সেবায় আগামী দিনেও এধরনের কর্মসূচী সংগঠিত করার আহ্বান জানান, যুব শক্তির অন্যতম সংগঠক সমাজসেবি মলয় দাস জানান, এদিনের আয়োজিত শিবিরে বারাসত হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও কর্মীগণ মোট ৪৪ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন বারাসত রেনুকা আই ইনস্টিটিউট এর চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রমিকে ৭২ জন চক্ষুরোগীর চক্ষু পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

এছাড়া অপরাহ্নে এলেকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় স্টার মার্কস প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদের সংর্বধনা ও পুরস্কার প্রদান এবং মশা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে দুস্থ মানুষজনের মধ্যে মশারি বিতরণ করা হয়। রাতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠান এলেকার বহু সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সেবা ফার্মার্স সমিতির নানা সেবামূলক কর্মসূচী বানপ্রস্থ সেবাশ্রমে

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠান গোবরডাঙার সেবা ফার্মার্স সমিতি বছরভর নানাসেবা মূলক কাজকর্ম করে থাকে। গত ১০ এপ্রিল সেবা সমিতির ব্যবস্থাপনায় মছলন্দপুরের ঘোষপুর বানপ্রস্থ আশ্রমে এক চক্ষু পরীক্ষা শিবির

অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার রোটারি ক্লাব অফ আবহমান এর সহযোগিতায় এদিন বিনা ব্যয়ে কয়েকশো চক্ষু রোগী চক্ষু পরীক্ষা করান। এই চক্ষু রোগীদের মধ্যে দেড়শো জনকে বিনা মূল্যে চশমাও প্রদান করা হয়। সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার জানান, বিগত আর্থিক বর্ষে সমিতির উদ্যোগে মোট ১২৮৯ জন চক্ষু রোগীকে বিনা মূল্যে চশমা প্রদান করা হয়েছে। চক্ষু পরীক্ষা ছাড়াও এদিন ক্যানসার সচেতনতা বিষয়েও এক আলোচনা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যানসার ইনস্টিটিউট এর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সহযোগিতায় ৫৮ জন মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

এছাড়া এদিন বানপ্রস্থ সেবাশ্রমে বয়স্কদের শিক্ষা কর্মসূচীর সূচনা হয়। সূচনা করেন রোটারী ক্লাব অফ আবহমান এর সভাপতি বিবেক কুন্ডু, ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী চন্দনা কুন্ডু, ও সুবিজিত সরকার প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার বলেন, বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাঁদেরকে যুগোপযোগী করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচীকে সার্থক করে তুলতে মহিলাদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন সম্পাদক গোবিন্দ বাবু। পরদিন ১১ এপ্রিল এলেকার স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের আত্মরক্ষা এবং সেই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতা ও শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে বীরাঙ্গনা প্রকল্পে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষন শেষে প্রশিক্ষনার্থীদের হাতে শাংসাপত্র ও স্মারক উপহার (মেমেন্টো) তুলে দেওয়া হয়। সমিতির অন্যতম সেবক গৌতম মিস্ত্রি জানান, এদিন সমিতি পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৬ জন চক্ষু রোগীর চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। বিগত অর্থবর্ষে সমিতির ব্যবস্থাপনায় মোট ৩৯৫ জন চক্ষুরোগীর ছানি অপারেশন করা হয়েছে বলে গৌতম বাবু আরোও জানান।

তরুণীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, ধৃত তিন

প্রতিনিধি ঃ কলেজ পড়ুয়া এক তরুণীকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল তিনজনের বিরুদ্ধে। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বনগাঁ থানার নতুনগ্রাম এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণীর নাম টিনা অধিকারী। তারা নতুনগ্রাম এলাকায় ভাড়া থাকেন। পুলিশ টিনার উপর হামলার ঘটনায় তিনজনকে রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম উজ্জ্বল দাস, রাজেশ ঘোষ, রাজীব ঘোষ। তাদের বাড়ি চাঁপাবেড়িয়া বেলতলা এলাকায়। অভিযুক্তদের সোমবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। টিনার পরিবার জানিয়েছে, সে দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় এর প্রথম বর্ষের ছাত্রী। বাবা শংকর অধিকারী অসুস্থ। মা সুচিত্রা অধিকারী লোকের বাড়িতে কাজ করে। টিনা নিজে একটি ক্যাফেতে কাজ করেন। রবিবার সন্ধ্যায় সে ক্যাফের থেকে স্কুটি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল। রাস্তায় তাকে তিন ব্যক্তি স্কুটি থামানোর চেষ্টা করে। অভিযোগ, ওই সময় টিনার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দেওয়া হয়। দেশলাই এর কাঠি জ্বালিয়ে তার দিকে ছুড়ে মারার চেষ্টা করে তারা। ওই সময় টিনা স্কুটির গতি বাড়িয়ে কোনরকমে তাদের হাত থেকে মুক্তি পান। বনগাঁ মহকুমা আদালত এলাকায় এসে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে বনগাঁ থানায় অভিযোগ করা হয়।

রং ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও বস্ত্র বিতরণ উৎসব

সঞ্জিত সাহা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মছলন্দপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রং ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি বার্ষিক অনুষ্ঠান ও বস্ত্র বিতরণ উৎসব পালিত হল মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের পদাতিক মঞ্চে গত ৯ এপ্রিল রবিবার। মছলন্দপুরের সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে একত্রিত করে সমাজের সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে আরও উৎসাহিত করে সংগঠনটি।

এদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীতে উপস্থিত ছিলেন মছলন্দপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রী তাপস ঘোষ, মছলন্দপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের আধিকারিক শ্রী রাখেহরি

ঘোষ, মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের প্রাণপুরুষ শ্রী ধীরাজ হাওলাদার, গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যমের নির্দেশক তথা অভিনেতা জীবন অধিকারী, বিশিষ্ট চিকিৎসক শ্রী তপন কুমার বিশ্বাস প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন পর্বে মছলন্দপুরের বেশ কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বন্ধুদের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার প্রদান করেন বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দরা।

সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের পর মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রং ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের বন্ধু তমালিকা বোস ও পায়েল দে এর নৃত্যের মাধ্যমে। রবীন্দ্র সংগীত ও আধুনিক গান পরিবেশন করেন সংগঠনের সদস্যা দীপান্বিতা বিশ্বাস ও পায়েল কর্মকার।

এরপর নৃত্য পরিবেশন করেন প্রিয়া কুন্ডু। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চে পরিবেশিত হয় শ্রীমতি মৌমিতা বিশ্বাস সাধুর নির্দেশনায় মছলন্দপুর লাস্যশ্রী ডান্স গ্রুপের নৃত্যানুষ্ঠান। মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের ৩০ জন মূকাভিনেতার সমন্বয়ে শ্রী ধীরাজ হাওলাদারের নির্দেশনায় পরিবেশিত হয় মূকাভিনয় লেটস থিঙ্ক। অনুষ্ঠানের শেষে ছিল শ্রীমতি গোলকমণি বসুর পরিবেশনায় গোবরডাঙ্গা সিম্ফনির আবৃত্তি সংগীত বাদ্যযন্ত্রের কোলাজ। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন রং ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ইমনের বন্ধুরা।

সংগঠনের সম্পাদক শ্রী সৌমিত্র বিশ্বাসের মতে, সমাজসেবামূলক কাজকর্মের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তুলবে এই আশা রাখি।

এছাড়া সাধারণ মানুষ আমাদের সাথে থাকলে আমরা মানুষের প্রয়োজনে অক্সিজেন, ওষুধ, নতুন বস্ত্র তুলে দেন বিশিষ্ট অতিথিগণ ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজে আরও উৎসাহ পাব। এই দিনে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন ইমন ও রং এর বন্ধু শ্রী অনুপ মল্লিক।

মরণোত্তর চক্ষুদাতা প্রয়াত গৌর ঘোষের স্মরণসভা

নীরেশ ভৌমিকঃ কোনও অন্ধজনের চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে মরণোত্তর চক্ষুদানের অঙ্গীকার করেন গিয়েছিলেন গাইঘাটার মধুসূদনকাটি গ্রামের কালিতলার বাসিন্দা গৌরচন্দ্র ঘোষ। গত ১ এপ্রিল ৮২ বৎসর বয়সে প্রয়াত হন গৌরবাবু। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এবং পরিবারের লোকজনের সহযোগিতায় সেদিনই প্রয়াতের দুটি চোখের কর্ণিয়া সংগ্রহ করে নিয়ে যান দিশা আই হাসপাতালের প্রভা আই ব্যাঙ্কের কর্মীগণ।

গত ১১ এপ্রিল মানবসেবি ও সমাজ সচেতন মানুষ প্রয়াত গৌরবাবুর স্মরণ সভার আয়োজন করে মছলন্দপুরের বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের সদস্যগণ। তাঁর বাড়ির লোকজনের ব্যবস্থাপনায় এদিন অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত সভায় মঞ্চের সদস্যগণ সহ বাড়ির লোকজন, প্রতিবেশি এবং তাঁর অনুরাগি মানুষজন উপস্থিত হন। সভায় পৌরোহিত্য করেন বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের সভাপতি মনোজ কুমার পোদ্দার। ছিলেন মঞ্চের সম্পাদক শিক্ষক তপন বিশ্বাস, সহ- সম্পাদক অংশুমান বিশ্বাস, সদস্য পান্নালাল রায়চৌধুরী, অরুণ সিনহা, তরুন শিক্ষক মলয় সানা, এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও প্রয়াত গৌরবাবুর আপনজন বর্ষিয়ান কালিপদ সরকার সহ আরোও অনেকে। সকলেই প্রয়াত গৌরবাবুর এই মহতী কাজের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। বক্তব্য রাখেন প্রয়াত গৌরবাবুর পুত্র সুজয় ঘোষ ও নাতনি সুপ্রিয়া ঘোষসহ আরোও অনেকে।

বর্ষিয়াণ সাংবাদিক পুলিন কৃষ্ণ দাসের জীবনাবসান

নীরেশ ভৌমিক ঃ হাবড়া থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক ধারাপাত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক পুলিন কৃষ্ণ দাস ১৩ এপ্রিল সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। এদিন ভোর রাতে পুলিন বাবুর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে বাড়ির লোকজন তাঁকে স্থানীয় হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘন্টা দেড়েক পর সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়। ধারাপাত হাবড়া তথা জেলার এই প্রাচীন পত্রিকাটি তিনি সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর যাবৎ সম্পাদনা করে আসছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তার পুত্র উদয় শংকর দাস পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিন সকালে পুলিনবাবুর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই জেলার সংবাদ ও সাহিত্য জগতে শোকের ছায়া নেমে আসে। বহু মানুষ তাঁকে শেষ দেখা দেখতে আসেন। অশোকনগর পৌরসভার উপ পৌর প্রধান ও প্রাক্তণ বিধায়ক ধীমান রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক পাঁচুগোপাল হাজরাসহ বহু বিশিষ্টজন প্রয়াত পুলিনবাবুর মরদেহে মাল্য অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান। অশোকনগর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি প্রলয় দত্ত ও সম্পাদক অমর চক্রবর্তী ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অপরাহ্নে কলকাতার নিমতলা মহাশ্মশানে জেলার বর্ষিয়ান সাংবাদিক পুলিনবাবুর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

শ্রী সঞ্জিত সাহা

সাদপুর, মছলন্দপুর,
উত্তর ২৪ পরগণা

পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পেও হল না রাস্তা

প্রথমপাতার পর...

ঠাকুরনগর সড়কটি জেলা পরিষদের বরাদ্দ অর্থে পাকা হবার কথা। তিনি শোনান সম্প্রতি রেলবাজার এলেকায় রাস্তাটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাকা করা হয়। সেই সঙ্গে রেল রাস্তার সঙ্গে সংযোগকারী ৪ টি গলিও পাকা হয়। কিন্তু নহাটা রামচন্দ্রপুর সড়ক থেকে ঠাকুরনগর সড়ক অবধি রাস্তাটির কিছুই হল না।

বিনয়বাবু আরোও জানান, ভেবে ছিলাম পঞ্চায়েত সমিতি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত পথশ্রী রাস্তাশ্রী প্রকল্পে দেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তৈরি গ্রামের এই পুরনো রাস্তাটি অবশ্যই পাকা হবে। পাড়ার মানুষজন পাশের পাড়ার একটি রাস্তা দুবার পাকা কারার এবং রেলের রাস্তা পাকা করারও অভিযোগ করেন।

কিন্তু এই রাস্তাটির কিছু না হওয়ায় গ্রামবাসীগণ গত ১২ এপ্রিল অবিলম্বে রাস্তাটি পাকা করার দাবিতে আন্দোলনে নামেন। রাস্তার দুপাশে পোষ্টার হোডিং লাগিয়ে রাস্তা নির্মানের দাবি জানান। পাড়ার বাসিন্দা, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকগণ রাস্তার দাবিতে এলেকায় মিছিল করেন। মহিলারাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে রাস্তার দাবিতে আন্দোলনে যোগ দেন।

স্লোগান ওঠে— নো রাস্তা নো ভোট। গ্রামবাসী সৈকত দাস, রাধা মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ জানান, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে এই রাস্তাটি পাকা হলে তারা ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নেবেন।

শোকবার্তা

প্রয়াত হয়েছেন ধারাপাত সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক পুলিন কৃষ্ণ দাস। প্রেস ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ উদয় শঙ্কর দাসের বাবা, প্রবীণ সাংবাদিক পুলিনদার প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি প্রাথমিক বিভাগের বার্ষিক উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের পুরস্কার বিতরণী ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত

৯ এপ্রিল অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের সোনারতরী মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ঢাকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র সাহা।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী গোপালচন্দ্র সাহার পৌরোহিত অনুষ্ঠিত এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মিনতী রায়, শিক্ষক সরোজ চক্রবর্তী, তরুন মণ্ডল, শিক্ষানুরাগী কপিল ঘোষ, আশোক সাহা, ছিলেন গাইঘাটা ব্লকের জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায় ও চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস প্রমুখ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকাগণ সকলকে পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিদ্যালয়ের কচি- কাঁচা পড়ুয়াদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত গুনাবলীর বিকাশ সাধনের জন্য এ ধরনে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় বিভিন্ন ক্লাসে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী শিক্ষার্থীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বিদ্যালয়ের সুসজ্জিত মঞ্চে কাচিকাঁচা পড়ুয়ারা সংগীত আবৃত্তি এবং একক ও সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলীপ ভট্টাচার্য ও শিক্ষিকা অরুন্ধতী চ্যাটার্জীর নির্দেশনায় ছোট- ছোট পড়ুয়াগণ পরিবেশিত নৃত্য নাট্য ক্ষীরের পুতুল সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

প্রাক্তণ সৈনিকদের উদ্যোগে চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ এলেকার দুস্থ ও সাধারন মানুষজনের স্বাস্থ্যরক্ষায় এগিয়ে এলেন প্রাক্তন সৈনিকরা। গত ৯ এপ্রিল চাঁদাপাড়ার দীঘা গ্রামে তাঁরা আয়োজন করেছিলেন এক চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এর। গাইঘাটা দীঘা গ্রামের দেশপ্রাণ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় এদিনের আয়োজিত শিবিরে কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং হৃদয়পুরের নারায়না হাসপাতালের চিকিৎসকগণ রোগীদের চিকিৎসা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধও দেওয়া হয়। চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে দুস্থ রোগীদের বিনা ব্যয়ে ছানি অপারেশন ও চশমা প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়। চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে চক্ষু রোগীদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে।

এছাড়াও ছিল বিনা ব্যয়ে সুগার, ব্লাড প্রেসার পরিমাপ ও ইসিজি করার ব্যবস্থা। এলেকার কয়েকশো মানুষ এদিনের অনুষ্ঠিত শিবিরে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

ধৈবত এর শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৮ এপ্রিল গোবরডাঙার অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ধৈবত আয়োজিত শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় গোবরডাঙার পৌর টাউন হলে। উদ্বোধন করেন পৌরসভার পৌরপ্রধান সংস্কৃতিপ্রেমী শংকর দত্ত, ছিলেন গোবরডাঙা প্রেস ক্লাবের সভাপতি দেবাশীষ মণ্ডল। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে সংস্কৃতির শহর গোবরডাঙায় এধরনের একটি উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন এবং সেই সঙ্গে সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ধৈবত মিউজিক একাডেমীর প্রাণপুরুষ সংগীত গুরু সমীরণ বিশ্বাস এর উদ্যেগকে সাধুবাদ জানান। শুরুতে ধৈবত এর নবীন শিক্ষার্থী শিশু শিল্পী উজান তরফদার ও জয়ন্তী ঘোষের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীত, নীলাঞ্জনা টিকাদার এর কণ্ঠে রাগ সংগীত, ছোট্ট সত্যম বিশ্বাস এর ঠুংরি, শিশু শিল্পী শ্রীময়ী সাহার নৃত্যানুষ্ঠান এবং সুপ্রিয়া চৌধুরীর সংগীতানুষ্ঠান সমবেত দর্শক মণ্ডলীর প্রশাংসা লাভ করে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সংগীত শিল্পী পন্ডিত সন্দীপ ভট্টাচার্যের কণ্ঠের উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান, সৌমেন ও সায়ন চ্যাটার্জীর তবলার লহড়া, রাজু চক্রাবর্তীর গীটারের সুর, নৃত্যশিল্পী চিন্ময় পালের নৃত্য ও অশোক চক্রবর্তীর বাঁশির সুর এদিনের ধৈবত এর অনুষ্ঠানকে আকর্ষীয় করে তোলে। আবৃত্তিকার নিত্যানন্দ মিস্ত্রির পরিচালনায় এবং সংগীত প্রেমী বহু মানুষের উপস্থিতিতে ধৈবত মিউজিক একাডেমী আয়োজিত এদিনের সংগীতের অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

বিশ্বনাট্য দিবসে নাটকের সেমিনার শ্রীনগর নাট্য মিলন গোষ্ঠীর

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিশ্বনাট্য দিবস উপলক্ষে গত ৯ এপ্রিল এক নাট্য আলোচনার আয়োজন করে শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী কর্তৃপক্ষ। এদিন অপরাহ্নে আয়োজিত সেমিনার থিয়েটারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় জেলার বিভিন্ন নাট্যদলের প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহন করেন। ছিলেন গোবরডাঙার খাঁটুরা চিত্তপট এর পরিচালক শুভাশিস রায় চৌধুরি, গাইঘাটা আলোনাট্য সংস্থার নির্দেশক জয়ন্ত চক্রবর্তী, গোবরডাঙা মৃদঙ্গম নাট্য দলের পরিচালক বরুণ কর, ঠাকুরনগর থিয়েন্টিক্স এর পরিচালক জগদীশ ঘরামী, আয়োজক শ্রীনগর হাবড়া নাট্যমিলন গোষ্ঠীর বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব যোগরাজ চৌধুরী এবং বিশিষ্ট অভিনেত্রী নিলীমা মল্লিক, বিউটি সর্দার ও শ্রাবনী সর্দার প্রমুখ। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহন করেন বিশিষ্ট অভিনেতা সুজয় রাহা, সৌমেন দাস, সুরজিৎ হালদার প্রমুখ। হালিশহর সিঞ্চন ও হাবড়া নান্দনিক এর প্রতিনিধিগণও এদিনের সেমিনারে অংশ নেন। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বগণের আলোচনায় নতুন নানা বিষয় উঠে আসে। আয়োজক নাট্য মিলন গোষ্ঠীর পরিচালক ও অভিনেতা দিলীপ ঘোষের পরিচালনার এদিনের নাট্য আলোচনা সার্থকতা লাভ করে।

ধামাকা অফার

HALL MARK

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

আগামী ৯ই বৈশাখ, ইং ২৩ এপ্রিল রবিবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ও হালখাতা উপলক্ষে নিউ পিসি জুয়েলার্স সবাইকে জানায় সাদর আমন্ত্রণ।

- অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে নিউ পিসি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সোনার গহনার মজুরীতে ধামাকা ছাড়।
- ডায়মণ্ড জুয়েলারী ডায়মণ্ডের ওপর থাকছে ১০% ছাড়।
- সার্টিফাইড আসল গ্রহরত্নের ওপর থাকছে ১০% ছাড়।
- এছাড়াও থাকছে এন পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরুষ সেলস্‌ম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
- দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

বনগাঁতে নিয়ে এলা চশমার ফ্রেম ও পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। এছাড়া সমস্ত রকমের কনট্যাক্ট লেন্স পাওয়া যায়।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে লোকনাথ মার্কেট), বনগাঁ। মো : ৮৯৬৭০৩০৮৪২

শুভ বাংলা নববর্ষের (১৪৩০ বঙ্গাব্দ) আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন—

মছলন্দপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত
(নির্মল গ্রাম পুরস্কার প্রাপ্ত পঞ্চায়েত)
মছলন্দপুর, ২৪ পরগণা (উঃ), পিন- ৭৪৩২৮৯

উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় প্রথম রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত পঞ্চায়েত

এলাকাবাসীর প্রতি আবেদন ঃ

- ফেলে রাখা পুরানো টায়ার, ফুলের টব, ডাবের খোলা ও অব্যবহৃত পাত্রে জল জমতে দেবেন না।
- বাড়ির চারপাশে জঞ্জাল জমতে দেবেন না।
- পলিব্যাগ/ প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করুন।
- প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগ ও থার্মোকল নর্দমা বা কোন জলাশয়ে ফেলবেন না।
- মশা ও মশাবাহিত রোগগুলো সম্পর্কে সচেতন হোন এবং অন্যকে সচেতন করুন।
- শিশুদের সব সময় মশারির মধ্যে রাখুন, কারণ ডেঙ্গু বাহক এডিস মশা দিনের বেলাতেই কামড়ায়।
- ডেঙ্গু প্রতিরোধে চুন ও ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করুন এবং মশা মারার তেল স্প্রে করুন।

মনে রাখবেন ঃ

মছলন্দপুর-১নং গ্রাম পঞ্চায়েত আপনারই পঞ্চায়েত।

শ্রীমতী রীণা দত্ত বিশ্বাস
উপ-প্রধান
মছলন্দপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

শ্রী তাপস ঘোষ
প্রধান
মছলন্দপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST

Tapabrata Sen
Proprietor

F LOGISTICS

7501855980 / 7001727350

futureindialogistics@yahoo.com

Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235

TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**